সভ্যতার সোপান

উপমহাদেশে ধর্মীয় উগ্রতার উত্থান এবং বর্তমান বিশ্বে ঘটমান বিভিন্ন ঘটনাবলী আমাদের বর্তমান সভ্যতার ইতিহাসকে বর্বরতার শেষ সিঁড়ির দিকে নিয়ে চলেছে কিনা সেটা নিয়ে ভাবতে বসে প্রথমেই মনে পরলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছুদিন আগে কিছু রাষ্ট্রের অমানবিক ফ্যাসিস্ট আচরনে ক্ষুব্ধ হয়ে কোন এক রাষ্ট্রপ্রধানের বাণী, যেটার বাংলা দাঁড়াবে অনেকটা এরকম,

"যখন কোন শারীরিক রোগ মহামারীর আকার ধারণ করার উপক্রম হয় তখন সমাজের সকলের সর্বসম্মতিক্রমেই, সমাজকে উক্ত মহামারী থেকে বাঁচাবার লক্ষে রোগাক্রান্তদের কোয়ারেন্টাইন বা একঘরে নিয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়ে থাকে। একই ভাবে কোন জাতির বা রাষ্ট্রের মানবিক অবক্ষয় মহামারীর আকার ধারণ করার সম্ভবনা দেখা দিলে অন্য রাষ্ট্রসমুহ কোয়ারেন্টাইনের মত পদক্ষেপ নিয়ে ঐ ধরনের পদস্খলজনিত মহামারীতে নিজেদের ক্ষয়-ক্ষতি কমাবার চেষ্টা করতেই পারে কিন্তু অতি বিশৃঙ্খলা যদি পারস্পারিক আস্থা ও নিরাপত্তা সংকট তৈরী করে তবে কোন পদক্ষেপই পরিপূর্ণ কোয়ারেন্টাইন সৃষ্টি করতে পারবে না।"

সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা নিজ ধর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আরোহণ না করেই পরধর্ম বিদ্বেষী। পাপী এবং জ্ঞান-পাপীর মাঝে জ্ঞান-পাপীকে ক্ষমা করার সুযোগ খুব কম। সস্তা জনপ্রিয়তার খোঁজে যারা অন্যের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে সমাজ-ধর্ম-মানবসভ্যতা বিধ্বংসী কর্মে জড়িত হয় তারা হিংস্র পশুর সাথে তুলনীয়।

বর্তমান মানব সিভিলাইজেশন বা সভ্যতার বয়স কত?? বেশীরভাগ গবেষকদের মতে ৩২০০ বছর। তারমানে কি এই সভ্যতার আগে আর কোন সভ্যতা ছিল না? ধারনা করা হয়ে থাকে যে, পিরামিডের বয়স অন্তত চার হাজার বছরেরও বেশী। “হরপ্পা-মহেঞ্জাদারো”র বয়সও বলা হয়ে থাকে ৫০০০। “গিলগামেশ” নামের লিখিত কাব্যটির বয়স চার হাজার বছরের বেশী। সভ্যতার অর্থ নিয়ে গবেষকদের বহু মত থাকলেও সাধারনত কোন জনপদ কে সভ্যতা হিসেবে আখ্যায়িত করতে হলে সেই জনপদের কমপক্ষে সাতটি বৈশিষ্ট থাকতে হবে বলে মনে করা হয়,
১) কেন্দ্রীয় সরকার ২) মিশ্র ধর্মীয় স্বাধীনতা ৩) শ্রম বিন্যাস ৪) শ্রেনী বিন্যাস ৫) শিল্প-সংস্কৃতি ও স্থাপত্যকলা ৬) জনকল্যান মূলক প্রকল্প ৭) ভাব প্রকাশের জন্য নিজস্ব লিপি।

এই বৈশিষ্ট সমুহের শুধুই একটি তিরোহিত হবার কারণে কখনো একটি সভ্যতা সম্পুর্ন বিলুপ্ত হয়না।শুধুই পানির গতিপথ পরিবর্তিত হবার কারণে “হরপ্পা-মহেঞ্জাদারো” সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে সেটা ঠিক নয় বরং একই সময়ে আর্য সম্প্রদায়ের আগমন, ক্রমাগত ভয়াবহ বন্যা, খাদ্য সংকট ইত্যাদি বহু কিছুই একই সাথে এখানে ঘটেছিল বলে মনে করা হয়। রোমানদের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, সীমান্ত এতো বেশী বড় ছিল যে, রোমানদের দৃষ্টিতে বর্বর জাতিদের আক্রমন প্রতিরোধ ব্যায়বহুল হয়ে গিয়েছিল, সাথে যুক্ত হয়েছিল, মিশ্র ধর্মীয় স্বাধীনতার ধারণাকে অস্বীকার করে খ্রীষ্ট ধর্মকে একক রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি সহ আরও কিছু ঘটনা। সব ঘটনা একই সাথে দুই বা এক বছরের মাঝেই ঘটেছিল সেটা নয়, আমরা ধরেই নিতে পারি যে, প্রায় ৭০/৮০ বছরের জটিল পথ-পরিক্রমায় একটি সভ্যতা লুপ্ত হয়ে থাকে।

৩২০০ বছর আগে কি এমন ঘটনা ঘটেছিল যেকারণে এক যোগে সম্পুর্ন বিশ্ব সভ্যতা পৃথিবীর ইতিহাস থেকে লুপ্ত হয়েছিল। বিষদ ব্যাখ্যা দিয়ে লেখাটি বড় না করে শুধু এটুকুই বলি, তৎকালীন বিশ্বের জনপদ সমুহ, যাদের মাঝে সভ্যতার চরিত্র সমুহ বিদ্যমান ছিল তাদের অনেক কিছুই একই সাথে ক্ষয়িষ্ণু পর্যায়ে যেতে থাকে এবং সেই কারণেই বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় তাদের নিশ্চিত কোন প্রমান খুঁজে পাওয়া যায় না। ঐ সভ্যতার লয়ের পর নতুন সভ্যতা গড়ে উঠতে প্রায় তিন/চার শত বছর সময় নিয়ে ম্যাসোপটোমিও থেকে রোমান সভ্যতা হয়ে বর্তমান সভ্যতা এমন এক উচ্চতায় পৌছেছে যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা গর্বের সাথে উচ্চারণ করতে পারি যে, অঞ্চল বা জাতি ভিত্তিক নয় বরং একটি একক বিশ্ব সভ্যতায় উপনীত হয়েছি আমরা।

ইতিহাসের পুণঃপৌনিকতায় যদি আস্থা থাকে তবে বর্তমান এই বিশ্বসভ্যতার স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। বর্তমান বিশ্ব সভ্যতাও চিরস্থায়ী হবে না ধরে নিলেও এটুকু বলাই যায় যে, আমাদের বর্তমান বিশ্ব নেতৃত্ব যদি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তবে হয়তো বর্তমান সভ্যতা প্রলম্বিত হতে পারে। ইবোলা, সার্স ভাইরাসের পর করোনা ভাইরাস। করোনা ভাইরাসই যেখানে মহামারী আকার ধারণ করতে চলেছে সেখানে পরবর্তী মহামারীর আক্রমনে পৃথিবীর উৎপাদন ক্ষমতা হঠাৎ ৫০% কমে গেলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সেই খর্ব উৎপাদন শক্তির সাথে যুক্ত হবে রেসিজমের নামে ফ্যাসিজম এবং ধর্মীয় উন্মাদনার নামে পরধর্ম অসিহষ্ণুতা এবং অস্বীকার করা হবে মিশ্র ধর্মীয় স্বাধীনতাকে। তার সাথে তো রয়েইছে জ্যামিতিক হারে বেড়ে চলা অর্থনৈতিক অবরোধ এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা।

সভ্যতার সাতটি মূল চরিত্রকে বর্তমান বিশ্বসভ্যতার আলোকে বিচার করলে একমাত্র "ভাব প্রকাশের জন্য নিজস্ব লিপি" নিয়ে আমরা আশান্বিত হতে পারতাম কিন্তু কম্পিউটারের বায়োনারি ভাষার ডট-ড্যাসে সেটার স্থায়ীত্বের বিষয়ে আমি অন্তত নিশ্চিত নই। আমরা আজ যেমন কোনিফর্ম লিপি পাঠোদ্ধারে ব্যস্ত, হয়তো সেভাবেই চার/পাঁচশত বছর পরের কোন সভ্যতা আমাদের বায়োনারি লিপি পাঠোদ্ধারে ব্যস্ত থাকবে।

(সমাপ্ত)